ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লার্নিং বিজনেস বাই ডুয়িং বিজনেস' আয়োজনে অংশ নিয়েছিলেন এই শিক্ষার্থীরা। ছবি : সংগৃহীত

'লার্নিং বিজনেস বাই ডুয়িং বিজনেস'

একদিনের ব্যবসায়ী

ফাবিহা সাহাব উদ্দিন

পণ্যের গায়ে লেবেল লাগানো হয়েছে তো? আচ্ছা, খাবারের প্লেট ডান পাশ থেকে সরিয়ে বাঁ পাশে রাখলে কেমন হয়? স্টলের কোথাও কিছু বাদ যাচ্ছে না তো? ক্রেতারা আসবেন তো?

বিবিএ প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী তাজরীন আফরীন ও ইমন ভুইঞার মাথায় যখন এমন সব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, তখনই প্রধান অতিথি চলে এলেন কর্মশালার উদ্বোধন করতে। বাইরে তখন ঝুমবৃষ্টি। তবু একটুও ফিকে হয়নি ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারের মার্কেটিংবিষয়ক কর্মশালা 'লার্নিং বিজনেস বাই ডুয়িং বিজনেস'। হ্যাঁ, হাতেকলমে ব্যবসা করেই ব্যবসায়িক কৌশল শেখার আয়োজন এটি। ইস্ট ওয়েস্টের ক্যাম্পাসে তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত এ কর্মশালা হয়ে গেল ২৬ জুলাই। ব্যবসা প্রশাসন অনুষদের ডিন তানবির আহমেদ চৌধুরী এবং এনভায়রনমেন্ট ও সোশ্যাল ক্লাবের মডারেটর, অধ্যাপক এস এস এম সদরুল হুদা কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

ব্যবসা সম্পর্কে পড়ে যতটা না শেখা যায়, তার চেয়ে ব্যবসা করে একজন শিক্ষার্থী বেশি জানতে পারবেন—এ ভাবনা থেকেই শুরু হয়েছিল এই কর্মশালা। প্রতি সেমিস্টারে একঝাঁক তরুণ ব্যবসায়ী হাজির হন নতুন সব আইডিয়া নিয়ে। কার চেয়ে কে ভালো ব্যবসায়ী, কার কত লাভ হলো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—সবাইকে ছাপিয়ে সবচেয়ে বেশি নম্বর কে পেলেন—এই নিয়ে যত রোমাঞ্চ। মোট ১৮টি ব্যবসায়ী দল এবার ছিল মাঠে। ইস্ট ওয়েস্টের প্রাঙ্গণজুড়ে নানা রকমের বিজ্ঞাপন আর অফারের ছড়াছড়িই জানান দিচ্ছিল, কতটা উৎসাহ নিয়ে শিক্ষার্থীরা এ কার্যক্রমে অংশ নেন। ইলেকট্রনিকস-সামগ্রী, শার্ট, ঢাকার ঐতিহ্যবাহী খাবার থেকে শুরু করে ভারতীয় খাবার ও পণ্যের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন 'ব্যবসায়ী' শিক্ষার্থীরা। শুধু তা-ই নয়, ক্রেতাদের নজর কাড়তে দোকানের নামেও ছিল ভিন্নতা। কারও দোকানের নাম রসই ঘর, কোথাও ফুচকার দোকানের নাম ফিফটি শেডস অব ফুচকা! কোনো কোনো ব্যবসায়ী দল আবার আয়োজন করেছিল নানা রকমের প্রতিযোগিতার। কে কত ঝাল খেতে পারেন তা নিয়ে ছিল 'নাগা চ্যালেঞ্জ'।

ক্যাম্পাসে একসঙ্গে এত রকমের জিনিস পেয়ে অনেকেই দেখতে এসে কিনে ফেলেছেন এটা-ওটা। আয়োজক দলের সদস্য শাফায়েত বলেন, 'একেক দলের একেক বিশেষত্ব। তার ওপর মজার মজার খাবার। যতটুকু পেরেছি, চেখে দেখেছি।' অন্যদিকে ক্লাস শেষে বন্ধুর স্টলে এসে খানিকটা ব্যবসায়িক ভাব নিতে ভোলেননি বুশরা। বৃষ্টির কারণে খিচুড়ির স্টলে ছিল রাজ্যের ভিড়। এ ছাড়া ছিল সেলফি আর আড্ডার হিড়িক। ক্রেতাদের তুমুল চাহিদার কারণে অনেক খাবারের দোকানেই দেখা গেল দুপুরের মধ্যেই বেচা-বিক্রি শেষ। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ক্রেতার খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকেরাও।

বেলা গড়ালে কথা হয় পুরো আয়োজনের প্রধান, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রভাষক নাঈমা সুলতানার সঙ্গে। তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে প্রতিটা বিষয় শেখানো, সবাই মিলে নতুন কিছু করার মাঝে আনন্দ আছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতের উদ্যোক্তা তৈরি করার কথা মাথায় রেখেই আমাদের এই আয়োজন।' বিকেল গড়াতেই ছুটির ঘণ্টা বাজলো। উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে একঝাঁক তরুণ ফিরলেন বাড়ি।